দৈনিক সংবাদ

16

তারিখ ··· 0·8 ৪E 1996 ···
পৃষ্ঠা ··· ৪ ··· কলাম ··· ৪ ···

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাঁদাবাজির অভিনব দৃষ্টান্ত

চাঁদাবাজির হরেক ধরন আছে। তবে যত ধরনই থাক, সব ক্ষেত্রেই কিছু রাখঢাক অবস্থা থাকে। কারণ চাঁদাবাজির কোন জবাবদিহিতা নেই। ক্ষমতা এবং তা থেকে উৎসারিত পেশিশক্তি," মোট কথা সবল–দুর্বল সম্পর্কের বাতাবরণই চাঁদাবাজির ভিত্তি। কিন্তু চাঁদাবাজি যখন প্রকাশ্যে কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে সর্বত্র জানান দিয়ে চালিয়ে যাওয়া হয় তখন আমরা তাকে কি বলব? এই ঘটনাটি ঘটেছে কুমিল্লা পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আমরা জানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোন টাকা পয়সা নেয়া হয় না। কিন্তু এটা জানেন না কুমিল্লার জেলা প্রশাসন। তাই তারা চাঁদাবাজি চালিয়ে যেতে দিয়েছেন।

খবরে প্রকাশ, দীর্ঘদিন থেকে কুমিল্লা পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ''শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্ড'' নামে ছাপানো ফরম দিয়ে প্রতি মাসে ৬৭ টাকা নেয়া হচ্ছে। স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী এই চাঁদা আদায়ের উদ্ভাবক। আর এই প্রক্রিয়াকে অনুমোদন দিয়েছে থানা নির্বাহী অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একদম নিয়মনীতি বিরুদ্ধ হলেও ''শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্ডে'' শিক্ষা সফর, মিলাদ, পাঠোন্নতির বিবরণী, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, হলদে পাখি, কাব, ঐচ্ছিক শিক্ষা, কমন রুম, মাসিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ফি, ম্যাগাজিন, ছাত্র কল্যাণ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে চাঁদা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সময়মতো চাঁদা না দিলে জরিমানা, একটানা ৩ মাস চাঁদা বাকি থাকলে স্কুল থেকে বিদায়। প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে চাঁদার অর্থ দিতে হবে, না হলে ১০ টাকা জরিমানা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ম কড়াকাড়ি পালিত হচ্ছে সরকারি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে– কুমিল্লা পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে অভিভাবকরা জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দিয়েছেন। প্রশাসন নীরব। পুলিশ সুপার চিঠি দিয়ে জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেছেন এহেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের; কিন্তু কিছুই হয়নি।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাঁদাবাজির এই ঘটনাটি স্থানীয় এবং ব্যতিক্রমধর্মী আমরা এটা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু চাঁদাবাজির পিছনে স্কুল ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরীর (রাজনীতিবিদ নন) যে দুর্বুদ্ধি এবং জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের যে নীরবতা প্রদর্শিত হয়েছে তাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। কারণ চাঁদাবাজির এই দৃষ্টান্ত অন্যত্রও অনুসরণ করা হতে পারে এমন আশংকা অমূলক নয়। কারণ ''কসমেটিক শিক্ষার'' প্রতি ঝোঁক আমাদের সমাজদেহে যেখানে ক্রম প্রসারমান; সুতরাং কুমিল্লার এই ঘটনার ব্যাপারে উর্ধ্বতন মহল কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আমরা তা দেখতে চাই। উদাসীনতার মাত্রা কোন্ পর্যায় গিয়ে পৌছেছে তার দৃষ্টান্ত হলো, কুমিল্লার জেলা প্রশাসনের জনৈক কর্মকর্তাকে এই চাঁদাবাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন টাকা পয়সা যে নেয়া হয় না এটা তিনি আদৌ জানেন না। আমাদের প্রশ্ন, এরপরেও সেই কর্মকর্তা চাকরি করছেন কিভাবে? যাই হোক, শুধু কুমিল্লা পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নয়, দেশের অন্যত্রও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের চাঁদাবাজি চলছে কিনা কর্তৃপক্ষ এখন তা অনুসন্ধান করে দেখবেন, আমরা তা প্রত্যাশা করি। আর সেই সাথে জনৈক মিজানুর রহমান চৌধুরীর উদ্যোগে এতদিন ধরে কুমিল্লার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে চাঁদাবাজি চলল, কাদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা এখানে আছে, জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তাদের জানানোর পরেও তারা কেন নীরব– এই সবকিছুই যে দেখা দরকার তা বলার অপেক্ষা রাখে না।